প্রথম আলো

তারিখ 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন ৪৬ শিক্ষার্থী!

আহমেদ জায়িফ ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৭ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (২০০৯-এ অনুষ্ঠিত) ৪৬ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। এক বর্ষে এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণী পাওয়ার ঘটনা এই বিভাগে এটাই প্রথম। এই ৪৬ জনের মধ্যে মাত্র আটজন স্নাতকে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ৪৬ জনের মধ্যে আটজন শিক্ষার্থী স্রেফে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন বলে জানা যায়।

বিভাগের চেয়ারম্যান এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এই বিপুলসংখ্যক প্রথম শ্রেণী পাওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে এর জন্য দুজন শিক্ষকের অধিক নম্বর দেওয়াকে দায়ী করেছেন। ওই দুই শিক্ষকের একজন আবার এক ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী দেওয়ার বিষয়ে চেয়ারম্যানকেই অভিযুক্ত করেছেন।

> ১৯৭০ সালে বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৪০ বছরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবারই এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৭ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ১৯৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ৮ মে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ৪৬ জন পেয়েছেন প্রথম শ্রেণী এবং ১৫৩ জন পেয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণী।

এই শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় (ভাইবা বোর্ডে) ছিলেন বিভাগ ও পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক এ এস এম আমানউল্লাহ ও ফেরদৌসী হাসান অধিক হারে নম্বর দেওয়ায় প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। এ ছাড়া আটজন শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত নম্বর (গ্রেস) দিয়ে প্রথম শ্রেণী দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রথম শ্রেণী পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ফেরদৌসী হাসান সোসিওলজি অব এগ্রেরিয়ান সোসাইটি কোর্সে সর্বনিম্ন ৭৫ নম্বর ও সর্বোচ্চ ৮২ নম্বর দিয়েছেন! আর আমানউল্লাহ ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড সোশ্যালিজম কোর্সে প্রায় সবাইকে ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর দিয়েছেন।

জানতে চাইলে ফেরদৌসী হাসান বলেন, 'গত বছরের মে মাস থেকে অসুস্থ থাকায় আমি শিক্ষার্থীদের বেশি সময় দিতে পারিনি। তাদের কোর্সও নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ করে দেওয়ায় এবার প্রশ্নপত্র সহজ করেছিলাম। এ কারণে তারা বেশি নম্বর পেয়ে থাকতে পারে।' তবে তাঁর একার নম্বরে এত সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে বলে মনে করেন না তিনি।

অধ্যাপক এ এস এম আমানউল্লাহ বলেন, শুধু একজন শিক্ষকের কারণে ৪৬ জন প্রথম শ্রেণী পাবে, এটা ভাবা ঠিক নয়। বিভাগের সব শিক্ষক বেশি নম্বর না দিলে এটা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এবারের ফলাফলে দেখা যায়, স্নাতক সমাপনী পরীক্ষায় যে ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ হয়েছিল, সে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছে। তাঁর দাবি, বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কারণেই এটা হয়েছে। ওই ছাত্রী মাহবুব উদ্দিন আহমেদের অধীনে থিসিস করেছে। থিসিস ও আরেকটি কোর্স মিলে ওই ছাত্রীর ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বর ছিল বিভাগীয় চেয়ারম্যানের হাতে। সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের বদান্যতায়।

তবে চেয়ারম্যান এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রীটি তার মেধার পরিচয় দিয়ে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।'

বিভাগের অধ্যাপক সাদেকা হালিম *প্রথম আলোকে* বলেন, সমাজবিজ্ঞান একটি তত্ত্বীয় ও কঠিন বিষয়। এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পাওয়ার কথা নয়। তাঁর মতে, স্বজনপ্রীতি, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়া ও আঞ্চলিকতার কারণে এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।

জানা যায়, ১৯৭০ সালে বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৪০ বছরে স্নাতকোত্তরে এবারই এত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। এর আগে ২০০৫ সালে সর্বোচ্চ ২৫ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'আমার বিশ্বাস, সব পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেই পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হয়েছে। তারপরও এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখা হবে।'